চতুর্থ অধ্যায়

রাজস্ব নীতি ও ব্যবস্থাপনা

[ভারসাম্যপূর্ণ রাজস্ব নীতি দেশের সামষ্টিক অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা বজায় রাখা, দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়ক পরিবেশ তৈরি, দারিদ্র্য হ্রাস এবং মানব সম্পদ উন্নয়নের উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জনের ধারা অব্যাহত রাখতে অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করছে। রাজস্ব আদায়ের ধারা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, রাজস্ব-জিডিপি অনুপাত ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে এ বৃদ্ধির হার শ্লথ। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক ২০১০-১১ অর্থবছরে প্রকৃত রাজস্ব সংগ্রহের পরিমাণ দাঁড়ায় ৭৯,৪০৩.১১ কোটি টাকা যা লক্ষ্যমাত্রার ১০৫.০৩ শতাংশ। । ২০১১-১২ অর্থবছরে রাজস্ব আদায় হয়েছে ৯৫,১৭১.৭০ কোটি টাকা, যা ২০১০-১১ অর্থবছরের তুলনায় ১৫,৭৬৮.৫৯ কোটি টাকা বেশি, এক্ষেত্রে রাজস্ব আদায়ের প্রবৃদ্ধি ১৯.৮৬ শতাংশ । চলতি অর্থ বছরের প্রথম নয় মাসে মোট রাজস্ব আদায়ে ৬৫.২২ শতাংশ অর্জিত হয়েছে। উল্লেখ্য , মার্চ ২০১৩ পর্যন্ত সময়ে ২০১১-১২ অর্থ বছরের একই সময়ের তুলনায় রাজস্ব আদায় ৯,৯৫৪.৩৪ কোটি টাকা বা ১৫.৭৩ শতাংশ বেশি । সরকারি ব্যয় জিডিপির অংশ হিসেবে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষ করে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসুচি ব্যবহারে অগ্রগতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। ২০১০-১১ অর্থবছরে এডিপি ব্যয় হয়েছিল সংশোধিত বরাদ্দের ৯২ শতাংশ । ২০১১-১২ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ ব্যবহারের হার ৯৩ শতাংশ যা পূর্ববর্তী বছরসমূহের তুলনায় সামান্য বেশী। ২০১২-১৩ অর্থবছরের এপ্রিল, ২০১৩ পর্যন্ত এডিপি বরাদ্দ ব্যবহারের হার ৫৪ শতাংশ। এডিপির বৃহৎ অংশের অর্থায়ন বর্তমানে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে করা হচ্ছে। বৈদেশিক উৎস থেকে প্রাপ্ত সম্পদ দ্রুত ও দক্ষভাবে ব্যবহারের উপর জোর দেয়ায় বৈদেশিক উৎস থেকে সাহায্য পাওয়ায় নীট প্রবাহের ধারা পর্যবেক্ষণে প্রতীয়মান হয় যে, ২০১২-১৩ অর্থ বছর শেষে বৈদেশিক ঋণের প্রবাহ বেড়ে যেতে পারে। সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি পেলেও যথাযথ রাজস্ব নীতি গ্রহণ এবং দক্ষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বাজেট ঘাটতি সরকারের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী জিডিপির ৫ শতাংশের নীচে রাখা সম্ভব হয়েছে।]

সরকারের আয়-ব্যয়ের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার মৌলিক নির্দেশনা রাজস্ব নীতিতে নিহিত থাকে। সরকার পরিচালনার নিয়মিত ও দৈনন্দিন কার্যক্রম সম্পাদনাসহ জনকল্যাণমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অবকাঠামো উন্নয়ন ব্যয় নির্বাহ করার প্রয়োজনীয় অর্থ সংগৃহীত হয় কর ও কর-বহির্ভূত উৎস থেকে। রাজস্ব নীতির আওতায় (ক) রাজস্ব সংগ্রহের প্রাক্কলন তৈরী, (খ) ব্যয় কার্যক্রমের পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং(গ) সম্ভাব্য বাজেট ঘাটতি অর্থায়নের উৎসসমূহ চিহ্নিত করা হয়। সরকার কর্তৃক রাজস্ব নীতি প্রণয়নের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছেঃ সরকারের আয়-ব্যয় কার্যক্রমের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা এবং দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়ক পরিবেশ তৈরি যা উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জনের ধারা অব্যাহত রাখতে অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করে। বর্তমান সরকারি রাজস্ব ব্যবস্থাপনাকে সময়োপযোগী করার লক্ষ্যে কতিপয় তাৎপর্যপূর্ণ সংস্কার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। দেশে উৎপাদনশীল,কর্মসংস্থানমুখী ও দারিদ্র্য নিরসনমুখী অর্থনৈতিক পরিবেশ সৃজনে রাজস্ব নীতির নিরন্তর সংস্কার কার্যক্রমের প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে।

সরকারি আয়

সরকারি আয়ের প্রধান উৎস হচ্ছে কর রাজস্ব বাবদ সংগৃহীত অর্থ। প্রধানত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ এই দুই ধরণের করের সমন্বয়ে কর রাজস্ব গঠিত এবং এ খাত থেকে সরকারের মোট আয়ের সিংহভাগ (৮০ শতাংশের বেশি) সংগৃহীত হয়। অবশিষ্ট রাজস্ব সংগৃহীত হয় কর - বহির্ভূত বিভিন্ন খাতের আদায় (ফি, মাসুল,ইত্যাদি) থেকে। বিভিন্ন দেশের উন্নয়নের স্তর/ পরিস্থিতির তুলনামূলক অবস্থান নির্ণয়ে রাজস্ব সংগ্রহের হার একটি অন্যতম স্বীকৃত নির্ণায়ক । আমাদের দেশে মোট রাজস্ব-দেশজ উৎপাদ(জিডিপি) অনুপাত ২০০৩-০৪ অর্থবছরের ১০.৬৩ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১১-১২ অর্থবছরে ১২.৭৯ শতাংশে উন্নীত হয়। ২০১২-১৩ অর্থবছরে এ হার

আরো বৃদ্ধি পেয়ে ১৩.৪৫ শতাংশে পৌঁছে। রাজস্ব আদায়ের এ ধারা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, রাজস্ব- জিডিপি অনুপাত ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে যদিও বৃদ্ধির গতি শ্লথ। বিগত দশ অর্থবছরের কর-রাজস্ব ও কর-বহির্ভূত রাজস্ব এবং রাজস্ব-জিডিপি অনুপাত নিম্নের সারণি ৪.১ এ দেখানো হলঃ

সারণিঃ ৪.১ রাজস্ব প্রাপ্তি

(কোটি টাকায়)

	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩
মোট রাজস্ব	৩৫,৪০০	৩৯,২০০	৪৪,৮৬৮	৪৯,৪৭২	৬০,৫৩৯	৬৯,১৮০	৭৯,৪৮৪	৯৫,১৮৮	১,১৭,০৩৩	১,৩৯,৬৭০
কর রাজস্ব	২৮,৩০০	৩১,৯৫০	৩৬,১৭৫	৩৯,২৪৭	৪৮,০১২	৫৫,৫২৬	৬৩,৯৫৬	৭৯,০৫২	৯৪,৭৫৪	১,১২,২৫৯
কর বহির্ভূত	৭,১০০	৭,২৫০	৮,৬৯৩	১০,২২৫	১২,৫২৭	১৩,৬৫৪	১৫,৫২৮	১৬,১৩৫	২২,২৭৯	২৭,৪১১
স্থুল দেশজ উৎপাদন(জিডিপি) এর শতকরা হিসেবে										
মোট রাজস্ব	১০.৬৩	১০.৫৭	১০.৭৯	১০.৫৮	১১.৩০	১১.২৫	১১.৫	১২.০৯	১২.৭৯	১৩.৪৫
কর রাজস্ব	৮.৫০	৮.৬২	৮.৭০	৮.৪০	৮.৯৬	৯.০৩	৯.৩	১০.০৪	১০.৩৬	১০.৮১
কর বহির্ভূত রাজস্ব	২.১৩	১.৯৬	২.০৯	২.১৮	২.৩৪	২.২২	২.২	২.০৫	২.৪৩	২.৮৪

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড। সংখ্যাসমূহ সংশোধিত বাজেট ভিত্তিক

কর ব্যবস্থাপনা

সরকারের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের আওতাধীন জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বাংলাদেশে কর নীতি নির্ধারণ ও তা বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করছে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্যসমূহ স্বল্পতম সময়ে অর্জনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে ২০১২-১৩ অর্থবছরে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে যেসব উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে তা বক্স ৪.১ এ দেয়া হল।

বক্স ৪.১: ২০১২-১৩ অর্থবছরে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর ব্যবস্থায় গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ

প্রত্যক্ষ কর ব্যবস্থায় গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ

- ব্যক্তি করদাতাদের জন্য করমুক্ত আয়সীমা পূর্বের ১,৬৫,০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১,৮০,০০০ টাকা করা হয়েছে। তবে মহিলা এবং সিনিয়র সিটিজেন (৬৫ উর্ধ্ব বয়সের) করদাতাদের জন্য পৃথক করমুক্ত আয়সীমা ২,০০,০০০ টাকা এবং প্রতিবন্ধীদের জন্য আয়সীমা ২,৫০,০০০ টাকা করা হয়েছে।
- প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি ও পাবলিক লিঃ কোম্পানির করহার ৩৭.৫ শতাংশ এবং ২৭.৫ শতাংশে অপরিবর্তিত রয়েছে। তবে ব্যাংক, বীমা, অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষেত্রে করহার ৪৫ শতাংশ হতে হ্রাস করে ৪২.৫ শতাংশ করা হয়েছে। মোবাইল ফোন অপারেটর কোম্পানির করহার ৪৫ শতাংশে অপরিবর্তিত রয়েছে। পাবলিকলি ট্রেডেড মোবাইল কোম্পানির ক্ষেত্রে করহার ৪৫ শতাংশ এর পরিবর্তে ৩৫ শতাংশ করা হয়েছে।
- ব্যক্তি শ্রেণির করদাতার আয়কর রেয়াতের ক্ষেত্রে বিনিয়োগের সীমা বৃদ্ধি করে ১(এক) কোটি টাকা নির্ধারণ টাকা করা হয়েছে।
- কোম্পানি শ্রেণির করদাতাগণ কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর) খাতে সর্বোচ্চ ৮(আট) কোটি টাকা বা মোট আয়ের ২০ শতাংশ বিনিয়োগ বা অনুদান প্রদান করলে ১০ শতাংশ হারে আয়কর রেয়াত পাবেন।
- ভূমি হুকুম দখলের বিপরীতে ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রাপ্ত অর্থের উপর উৎসে কর কর্তনের হার ৬ শতাংশ হতে ২ শতাংশে হ্রাস করা হয়েছে।
- বাংলাদেশি পতাকাবাহী জাহাজ বিদেশে পণ্য পরিবহণে নিয়োজিত থেকে বিদেশে প্রাপ্ত ভাড়ার ওপর ৩ শতাংশ হারে উৎসে কর কর্তন এবং উৎসে কর্তিত কর চূড়ান্ত করদায় হিসেবে গণ্য করার বিধান করা হয়েছে।
- রপ্তানিকারকদের সহায়তা করার লক্ষ্যে পণ্য রপ্তানির বিপরীতে প্রাপ্ত নগদ সহায়তা/ভর্তুকির ওপর কর কর্তনের বিধান বাতিল করা হয়েছে।
- আয়কর আইন সহজীকরণের লক্ষ্যে উৎসে কর কর্তনের বিধান সম্বলিত ৮ম তফসিল সংযোজন করা হয়েছে।
- ব্যক্তি করদাতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন ব্যবসায়ী করদাতা কর্তৃক প্রদর্শিত মূলধনের ২৫ শতাংশ আয় প্রদর্শনপূর্বক কর পরিশোধ করলে প্রদর্শিত মূলধন বিনা প্রশ্নে গ্রহণের বিধান করা হয়েছে।
- করদাতাদের সুবিধার্থে কর কমিশনারদের রিভিশন ক্ষমতা প্রদানের জন্য আয়কর অধ্যাদেশের ১২১-এ ধারা প্রবর্তন করা হয়েছে।
- হাইকোর্টে রেফারেন্স মামলা দায়েরের পূর্বে করদাতা কর্তৃক ১০ শতাংশ কর প্রদানের বিধান এবং একই সাথে ওয়েভার প্রদানের বিধান করা হয়েছে।
- আয়করের ভিত্তি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে রাজউক, আরডিএ, সিডিএ, কেডিএ কর্তৃক গৃহসম্পত্তির নকশা অনুমোদনের পূর্বে টিআইএন গ্রহণের বিধান প্রবর্তন। এই সাথে ড্রাগ লাইসেন্স ইস্যুর ক্ষেত্রে টিআইএন দাখিল বাধ্যতমূলক করা হয়েছে।
- টিআইএন বরাদ্দের ক্ষেত্রে শৃংখলা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নতুন করদাতাদের জন্য টিআইএন ইস্যুর সময় এক হাজার টাকা অগ্রিম কর জমার বিধান তুলে নেয়া হয়েছে।
- সফটওয়্যার শিল্পের উন্নয়নের জন্য এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে বাংলাদেশি সফট্ওয়ার ব্যবহারকারীদের জন্য ৫০ শতাংশ অবচয়ভাতা অনুমোদন করা হয়েছে।
- সবার জন্য আবাসন এবং ঢাকা শহরের ওপর চাপ কমানোর লক্ষ্যে সকল সিটি কর্পোরেশন, সকল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এলাকা, নারায়নগঞ্জ সদর, গাজীপুর সদর এবং টঙ্গী উপজেলা ও ঢাকা জেলার অন্তর্গত পৌরসভা এলাকা ব্যতীত দেশের যে কোন এলাকায় ০৭/০৭/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৪ মেয়াদে ১০টি ফ্ল্যাট বিশিষ্ট পাঁচ তলা বা তদূর্ধ্ব ইমারত হতে উদ্ভুত আয় করমুক্ত করা হয়েছে।
- পেনশনার'স সঞ্চয়পত্রের সুদ বা মুনাফা আয়কর মুক্ত করা হয়েছে।
- ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার জন্য ব্যক্তি শ্রেণির করদাতার ক্ষেত্রে কম্পিউটার অথবা ল্যাপটপ ক্রয়ের উপর আয়কর রেয়াতের বিধান করা হয়েছে।
- সরকার কর্তৃক জমির মূল্য পুনর্নির্ধারণের প্রেক্ষিতে জমি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে উদ্ভূত মূলধনী মুনাফার উপর উৎসে কর কর্তনের হার ৫ শতাংশ থেকে হ্রাস করে ২ শতাংশ করা হয়েছে।
- ক্ষুদ্র করদাতাদের সুবিধার্থে পাঁচ হাজার টাকার পরিবর্তে সর্বোচ্চ দশ হাজার টাকা ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের বিধান করা হয়েছে।
- ব্যক্তি মালিকানাধীন গাড়ীর রেজিষ্ট্রেশন/ফিটনেস নবায়নের সময় সিসি'র ভিত্তিতে অগ্রিম আয়কর পরিশোধের ব্যবসহা করা হয়েছে।
- ভাড়ায় ব্যবহৃত শীতাতপ নিয়মিএত বাস, মিনিবাস, মাইক্রোবাস, ট্রাক, মালবাহী বাস, যাত্রীবাহী ও মালবাহী নৌ-যান, কার্গো, কোস্টার, ডাম্পবার্জ ইত্যাদির ওপর বিদ্যমান অনুমিত আয়করের হার পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে।
- ০১/০৭/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১২ সময়ে নতুন স্থাপিত কতিপয় শিল্প প্রতিষ্ঠানকে এলাকাভেদে পাঁচ হতে সাত বছর পর্যমত হ্রাসকৃত হারে কর নির্ধারণ করা হয়েছে।
- বিদ্যুৎ খাতে নতুন বিনিয়োগ ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে নতুন প্রাইভেট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানিকে কর অব্যাহতি সুবিধা পেতে হলে জুন, ২০১২ এর মধ্যে বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন শুরু করার বিধান করা হয়েছে।
- ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে করদাতাদের সুবিধার্থে অন-লাইনে আয়কর রিটার্ন দাখিল করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে আয়কর বিভাগের বৃহৎ করদাতা ইউনিটে অনলাইনে আয়কর রিটার্ন গ্রহণ করা হচ্ছে, যা পর্যায়ক্রমে সকল কর অঞ্চলে বিস্তৃত হবে।

পরোক্ষ কর ব্যবস্থায় গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ

শুল্ক ব্যবস্থা:

- চার স্তর বিশিষ্ট শুল্ক-কর কাঠামো অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। সর্বোচ্চ শুল্ক কর ২৫ শতাংশ অপরিবর্তিত রেখে মূলধনী যন্ত্রপাতি এবং আইসিটি খাতের শুল্ক ৩ শতাংশ অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।
- নয় স্তর বিশিষ্ট সম্পূরক শুল্ক কাঠামো (২০%, ৩০%, ৪৫%, ৬০%, ১০০%, ১৫০%, ২৫০%, ৩৫০%, ৫০০%) অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। তন্মধ্যে ২৫০%, ৩৫০% ও ৫০০% সম্পূরক শুল্ক স্তর বিলাসবহুল ও জনস্বাস্থ্যের হানিকর পণ্য সামগ্রিক আমদানি (যেমন- সিগারেট, মদ জাতীয় পণ্য, ২০০০ সিসির বেশি ক্ষমতার গাড়ি) নিরূৎসাহিত করার জন্য আরোপ করা হয়েছে।
- অপ্রক্রিয়াজাত চিনি (raw sugar) ও প্রক্রিয়াজাত চিনি (finished sugar) এর প্রতি মেট্রিক টনের উপর যথাক্রমে ২,০০০.০০ টাকা এবং ৪০০০.০০ টাকা হারে Specific rate of duty আরোপ করা হয়। তবে পরবর্তীতে জনসাধারণের নিকট কমমূল্যে চিনি সরবরাহের জন্য অপ্রক্রিয়াজাত চিনির ওপর specific duty সম্পূর্ণ প্রত্যাহার এবং প্রক্রিয়াজাত চিনির উপর specific duty প্রতি মে. টনে ৪,০০০ টাকা থেকে হ্রাস করে ২,০০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়। ইতোমধ্যে প্রক্রিয়াজাত চিনির উপর থেকেও সম্পূর্ণ শুল্ক প্রত্যাহার করা হয়েছে।
- Meltable Scrap এবং MS Billet/Ingot এর Specific duty টনপ্রতি ১,৫০০ টাকা এবং ২,৫০০ টাকা ধার্য করা হয়েছে। Silver bullion এবং Gold bullion এর ক্ষেত্রে প্রতি ১১.৬৬৪ গ্রামের specific rate of duty যথাক্রমে ৬ টাকা এবং ১৫০ টাকা ধার্য করা হয়েছে।
- সম্পূর্ণ প্রস্তুতকৃত পণ্য (finished goods) ও বিলাস দ্রব্য luxury goods) এর ওপর ৫ শতাংশ রেগুলেটরি ডিউটি আরো ১(এক) বছরের জন্য অব্যাহত রাখা হয়েছে।
- বিদ্যুৎ সাশ্রয়কারী এনার্জি সেভিং ল্যাম্প যাতে বাংলাদেশে প্রস্তুত হয় সেজন্য এ জাতীয় বাল্বের সকল প্রকার যন্ত্রাংশ (parts) থেকে আমদানি শুল্ক ও মূল্য সংযোজন কর (VAT) প্রত্যাহার করা হয়েছে।
- সৌরশক্তি ব্যবহারকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সোলার প্যানেলের ওপর সম্পূর্ণ রুপে শুল্ক কর মওকুফ করা হয়েছে।
- মূলধনী যন্ত্রপাতিকে রেয়াতি সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনকে যুগোপযোগী ও আধুনিক করা হয়েছে।
- ট্রানজিট ও ট্রান্সশিপমেন্ট পণ্যের শুল্ক সংক্রান্ত আনুষ্ঠানিকতা সম্পাদন বিষয়ে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। তবে তা পরবর্তীতে স্থগিত করা হয়েছে।
- নতুন গাড়ি ও যানবাহনের শুল্ক-কর আদায়ের ক্ষেত্রে ন্যূনতম মূল্য (minimum value) নির্ধারণের ব্যবসহা নেয়া হয়েছে।
- মিষ্টি, বিস্কুট, ওয়েফার,আকার বিস্কুট, স্ক্র্যাচ কার্ড, চশমার ফ্রেমের ক্ষেত্রে অবমূল্যায়ন রোধ করার লক্ষ্যে ট্যারিফ মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে।
- শুল্ক কর্তৃপক্ষের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রাক-জাহাজীকরণ পরিদর্শন এর (pre-shipment Inspection) আওতা ক্রমানুসারে হ্রাস করা হচ্ছে।
- বাংলাদেশে চলাচলকারী ভিন্ন দেশের বিমান সংসহা কর্তৃক আমদানিকৃত কতিপয় পণ্য (যেমন: promotional items, revenue documents, বিনা মূল্যে বিতরণের জন্য উপহার সামগ্রী, communicational equipment, ইউনিফর্ম প্রভৃতি) শুল্ক-কর ব্যতীত আমদানি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- বিদেশ থেকে আগত যাত্রীদের জন্য প্রযোজ্য ব্যাগেজ বিধিমালা অধিকতর সহজীকরণ করা হয়েছে।
- তামাক চাষকে নিরতৎসাহিত করতে কাঁচা তামাক (unmanufactured tobacco) রপ্তানির উপর ১০ শতাংশ রপ্তানি শুল্ক আরোপ করা হয়েছে।
- যানজট নিরসনের লক্ষ্যে যানবাহনের শুল্ক-কর বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- CKD (Completely Knocked Down) এবং CBU (Completely Built Up) অবস্থায় আমদানিকৃত মোটরসাইকেলের সম্পুরক শুল্ক যথাক্রমে ৩০ শতাংশ ও ৪৫ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে করা হয়েছে।
- বাল্কে আমদানিকৃত গুঁড়া দুধের শুল্ক হার ১২ শতাংশ থেকে হ্রাস করে ৫ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে।
- মিডিয়াম ডেনসিটি ফাইবার (MDF) বোর্ডের উপর ২০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক প্রত্যাহার করা হয়েছে।
- খেজুরের উপর আরোপিত ২৫ শতাংশ আমদানি শুল্ক এবং ৫ শতাংশ রেগুলেটরি ডিউটি প্রত্যাহার করা হয়েছে।

মূল্য সংযোজন কর (মূসক) ব্যবস্থা:

০১। মূল্য সংযোজন কর (মূসক) ব্যবস্থা সহজীকরণ ও সরলীকরণ:

- (ক) মূসক আইনে রপ্তানি'র সংজ্ঞা অন্তর্ভূক্তকরণ; (খ) যে কোন নীতি নির্ধারণী সংক্রান্ত আদেশ এর (ধারা-৪২) বিরূদ্ধে আপিল দায়ের পদ্ধতি সহজীকরণ; (গ) মূসক বিভাগীয় কর্মকর্তার সংজ্ঞা সংশোধন; (ঘ) মূসক ফাঁকি রোধকল্পে ধারা-৫৫ সংশোধন; (ঙ) ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা (SME) সুবিধার জন্য মূসক প্রদানের নিমিত্তে বার্ষিক টার্নওভার ৭০ লক্ষ টাকা অপরিবর্তিত রেখে মূসকের হার ৪ শতাংশ হতে হ্রাস করে ৩ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে; (চ) দেশের সকল সিটি কর্পোরেশন ও জেলা শহর এলাকায় অবস্থিত বড় ও মাঝারি ব্যবসায়ী/সেবা প্রদানকারীদের ক্ষেত্রে ১ জানুয়ারি, ২০০৯ তারিখ হতে দেশের সকল সিটি কর্পোরেশন এলাকা এবং ১ জুলাই, ২০০৯ তারিখ হতে দেশের সকল জেলা শহর এলাকায় ECR ব্যবস্থার পর্যায়ক্রমিক প্রবর্তন; (ছ) সেবার পরিধি নির্ধারণের লক্ষ্যে ব্যাখ্যা প্রদান সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনটি হালনাগাদ করা; (জ) নির্দিষ্ট সেবার ক্ষেত্রে প্রকৃত মূল্য সংযোজনের হারের ভিত্তিতে কর ধার্যকরণ বিধিমালা, ২০০৯ প্রণয়ন; (ঝ) ইজারাদার এবং সার্ভেয়ার এর সংজ্ঞা সংশোধন ও পরিধি সম্প্রসারণ; এবং (ঞ) Advance Trade VAT (ATV) সংক্রান্ত ব্যাখ্যাপত্রের অস্পষ্টতা দূরীকরণের লক্ষ্যে বিদ্যমান ব্যাখ্যাপত্র বাতিলপূর্বক নতুন ব্যাখ্যাপত্র জারীকরণ।

০২। মূসক অব্যাহতি প্রদান:

- (ক) ম্যাঙ্গানিজ ওর এবং কনসেনট্রেট (আমদানি পর্যায়ে); (খ) পাল্প (আমদানি পর্যায়ে); (গ) এনার্জি সেভিং ল্যাম্প এর যন্ত্রাংশ (আমদানি পর্যায়ে); (ঘ) ফটোভলটিক সেল ((আমদানি পর্যায়ে); (ঙ) হাতে তৈরি কেক (উৎপাদন পর্যায়ে); (চ) ক্যান্সারের ঔষধ (উৎপাদন পর্যায়ে); (ছ) পাওয়ার লুমের তৈরী ফেব্রিক্স (উৎপাদন পর্যায়ে); (জ) হার্ডবোর্ড (উৎপাদন পর্যায়ে); (ঝ) ইলেকট্রিক জেনারেটর (উৎপাদন পর্যায়ে); (ঞ) পণ্য পরিবহনের ট্রেইলার (উৎপাদন পর্যায়ে); (ট) রেফ্রিজারেটর, ফ্রিজার, মোটর সাইকেল উৎপাদন শিল্প (উৎপাদন পর্যায়ে শুধুমাত্র ২০০৯-১০ অর্থবছরের জন্য); (ঠ) ইন্টারনেট সেবা প্রদানকারী (শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে); (ড) বিশেষজ্ঞ ডাক্তার (সেবা পর্যায়ে); এবং (ঢ) ভুট্টা বীজ (ব্যবসায়ী পর্যায়ে)।

০৩। কর আপাতন হ্রাসকরণঃ

- (ক) কুটির শিল্পের প্লান্ট, মেশিনারি ও ইকুইপমেন্টে বিনিয়োগকৃত মূলধনের পরিমাণ ১৫ (পনের) লক্ষ টাকা হতে ২৫ (পঁচিশ) লক্ষ টাকায় নির্ধারণ। বর্তমানে বার্ষিক ৪০ (চল্লিশ)লক্ষ টাকার কম টার্নওভার সম্পন্ন প্রতিষ্ঠান কুটির শিল্পের সুবিধা ভোগ করতে পারে। ২০১১-১২ অর্থবছরের বাজেটে উক্ত টার্নওভারের সীমা ৬০ (ষাট) লক্ষ টাকা নির্ধারণ; (খ) উৎপাদন পর্যায়ে গুড়া দুধের ওপর সম্পূরক শুল্ক প্রত্যাহার; (গ) রেস্তোঁরার ক্ষেত্রে সর্বমোট প্রাপ্তির ৬০ শতাংশ এর ওপর ২৫ শতাংশ হারে মূসক নির্ধারণ অর্থাৎ এক্ষেত্রে সর্বমোট প্রাপ্তির ওপর ৯ শতাংশ হারে মূসক আরোপ।

০৪। মূসকের পরিধি বৃদ্ধিঃ

- মূসক অব্যাহতি প্রত্যাহার
- (অ) পণ্য: প্লাস্টিকের তৈরী আসবাবপত্র (উৎপাদন পর্যায়ে)।
- (আ) সেবা: ইন্ডেন্টিং সংস্থা, ট্রাভেল এজেন্সি (সেবা প্রদান পর্যায়ে)।
- বার্ষিক টার্নওভার নির্বিশেষে নিম্নোক্ত পণ্যগুলিকে মূসকের আওতায় আনায়ন: পণ্য- লজেন্স, এনার্জি ড্রিংক, জুস, চানাচুর, প্রসাধনী সামগ্রী, কেশ পরিচর্যা সামগ্রী এবং বিস্কুট।
- ট্যারিফ মূল্য হালনাগাদ: হোয়াইট পেপার, সিআর কয়েল, জিপি শীট, সিআই শীট, স্টেইনলেস স্টীলের তৈরী ব্লেড, ইলেক্ট্রিক ট্রান্সফরমার, বিস্কুট, গুঁড়াদুধ এর উৎপাদন পর্যায়ে ট্যারিফ মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে।
- উৎসে মূল্য সংযোজন কর আদায় কর্তন ও সরকারি ট্রেজারিতে জমা প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রণীত সেবার তালিকায় নিম্নলিখিত সেবাসমূহ অন্তর্ভূক্তকরণ
- (অ) ডেকোরেটরস ও ক্যাটারাস; (আ) নিলামকারী সংস্থা; (ই) কুরিয়ার ও এক্সপ্রেস মেইল সার্ভিস; (ঈ) আর্কিটেকচারাল ও ইন্টেরিয়র ডিজাইন; (উ) ট্রাভেল এজেন্সি; (ঊ) চার্টার্ড বিমান বা হেলিকপ্টার ভাড়া প্রদানকারী সংস্থা;

(ঙ) সম্পূরক শুল্ক আরোপঃ

- (অ) জর্দ্দা এবং গুলের ওপর ১০ শতাংশ হারে সম্পূরক শুল্ক আরোপ; (আ) সিরামিক টাইলস, মোজাইক, সিরামিক বাথটাব, সিঙ্ক, বেসিন ও অন্যান্য বাথরুম সামগ্রীর ওপর বিদ্যমান সম্পূরক শুল্ক ৫ শতাংশ হতে বৃদ্ধি করে ১০ শতাংশ হারে নির্ধারণ; (ই) কোমল পানীয় এর উৎপাদন পর্যায়ে বিদ্যমান সম্পূরক শুল্ক ১০ শতাংশ হতে বৃদ্ধি করে ১৫ শতাংশ হারে নির্ধারণ; এবং (ঈ) সিগারেটের মূল্য ও সম্পূরক শুল্ক (সকল মূল্যস্তরে) বৃদ্ধি করে শুল্ক হার সমন্বয়করণ।

উৎসঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

রাজস্ব আদায় কার্যক্রম

২০১২-১৩ অর্থবছরে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ১,১২,২৫৯ কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয়। অর্থ বছরের শুরু থেকেই রাজস্ব আদায়ের কার্যক্রমে শক্তিশালী গতিধারা পরিলক্ষিত হয়। দেশে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে উচ্চতর প্রবৃদ্ধিমুখী কর্মচাঞ্চল্যের প্রভাবে বেসরকারি খাতের বর্ধিত অংশগ্রহণের ফলে রাজস্ব সংগ্রহের প্রায় সবকটি খাতে উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জনের ধারা পরিলক্ষিত হচ্ছে। খাতভিত্তিক রাজস্ব আদায় কার্যক্রম বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, মার্চ ২০১৩ পর্যন্ত রাজস্ব আদায়ের দিক থেকে সর্বোচ্চ স্থানে রয়েছে মূল্য সংযোজন কর (স্থানীয় ও আমদানি পর্যায়সহ)। মোট রাজস্ব সংগ্রহে আয়করও বর্ধিত অবদান রাখছে, রাজস্ব ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এটি একটি ইতিবাচক প্রবণতা। অর্থাৎ, ২০১২-১৩ অর্থবছরে রাজস্ব সংগ্রহে মূল্য সংযোজন কর ও আয়কর প্রাধান্য বিস্তার করছে। অর্থবছর শেষে এ দুটি খাতে আরো গতি সঞ্চার হবে মর্মে আশা করা যায়। এরপর রয়েছে যথাক্রমে আমদানি শুল্ক, সম্পূরক শুল্ক, আবগারি শুল্ক এবং অন্যান্য করের অবস্থান।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক ২০১০-১১ অর্থবছরে ৭৫,৬০০ কোটি টাকা কর-রাজস্ব সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার প্রকোপ পরবর্তী পুনর্গঠন পর্যায়ে বিগত ২০১০-১১ অর্থবছরে রাজস্ব সংগ্রহের যে প্রাথমিক লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছিল তা অর্জনের প্রচেষ্টা অর্থবছরের শুরু থেকেই কিছুটা চাপের সম্মুখীন হয়। বিশেষ করে অর্থবছরের প্রথম দিকে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের নিম্নমুখী প্রবৃদ্ধির প্রভাবে শুল্ক আদায় তুলনামুলকভাবে হ্রাস পাওয়ায় এ খাতের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ব্যাহত হতে পারে মর্মে শুরুতে আশংকা থাকলেও অর্থবছরের দ্বিতীয় প্রান্তিক থেকে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে গতি বৃদ্ধি পাওয়ায় রাজস্ব সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করা সম্ভব হয়। প্রকৃত রাজস্ব সংগ্রহের পরিমাণ দাঁড়ায় ৭৯,৪০৩.১১ কোটি টাকা যা লক্ষ্যমাত্রার ১০৫.০৩ শতাংশ। ।

২০১১-১২ অর্থবছরে রাজস্ব আদায় হয়েছে ৯৫,১৭১.৭০ কোটি টাকা, যা ২০১০-১১ অর্থবছরের তুলনায় ১৫,৭৬৮.৫৯ কোটি টাকা বেশি, এক্ষেত্রে রাজস্ব আদায়ের প্রবৃদ্ধি ১৯.৮৬ শতাংশ । চলতি অর্থ বছরের প্রথম নয় মাসে মোট রাজস্ব আদায়ে ৬৫.২২ শতাংশ অর্জিত হয়েছে। উল্লেখ্য, মার্চ ২০১৩ পর্যন্ত সময়ে ২০১১-১২ অর্থ বছরের একই সময়ের তুলনায় রাজস্ব আদায় ১০,৩৫৯.৬১ বা ১৬.৪৮ শতাংশ বেশি । সারণি ৪.২ - এ চলতি অর্থবছরসহ গত তিন অর্থবছরের মার্চ পর্যন্ত সময়ের খাতভিত্তিক রাজস্ব আদায়ের বিবরণ তুলে ধরা হলঃ

সারণি ৪.২: খাতভিত্তিক রাজস্ব আদায়

(কোটি টাকায়)

রাজস্ব আদায়ের খাতসমূহ	২০০৯-১০ (মার্চ ২০১০ পর্যন্ত)	২০১০-১১ (মার্চ ২০১১ পর্যন্ত)	২০১১-১২ (মার্চ ২০১১ পর্যন্ত)	২০১২-১৩ (মার্চ ২০১৩ পর্যন্ত)
আমদানি শুল্ক	৬,৫৫৪.০৩	৮,০৭৮.৮১	৯,২৩১.৪৪	৯,০৩৪.২৪
মূল্য সংযোজন কর (আমদানি পর্যায়)	৭,৫২৩.৪৬	৮,৮০১.১৯	৯,৪৮৩.০৩	১০,৬১৯.৩৩
সম্পূরক শুল্ক (আমদানি পর্যায়ে)	২,২৬৪.২৩	২,৮৪১.২৩	৩,০৯৬.০৫	৩,২৮৭.৪৭
রপ্তানি শুল্ক	-	২৫.১৭	২৬.৩৮	২৯.৩৯
উপ মোট	**১৬,৩৫০.৭২**	**১৯,৭৪৬.৪০**	**২১,৮৩৬.৯**	**২৩,৫৭০.৪৩**
আবগারী শুল্ক	৩৩২.৬৯	৩৯৬.১৪	৬০২.৫৫	৬৮৮.৭৪
মূল্য সংযোজন কর (স্থানীয় পর্যায়)	৯,৪৪৯.৪৭	১২,৩৪১.৫৯	১৪,৮৪১.৬৫	১৭,৪৬২.৫০
সম্পূরক শুল্ক (স্থানীয় পর্যায়)	৫,৪২৫.০৮	৭,০২৬.৫৬	৮,২৫৭.৯৩	৮,৫৩৮.৩২
টার্ণ ওভার ট্যাক্স	৩.০৩	২.২৭	২.৩৭	২.২৫
উপ মোট	**১৫,২১০.২৭**	**১৯,৭৬৬.৫৬**	**২৩,৭০৪.৫০**	**২৬,৬৯১.৮১**
পরোক্ষ করের মোট	**৩১,৫৬০.৯৯**	**৩৯,৫১২.৯৬**	**৪৫,৫৪১.৪০**	**৫০,২৬২.২৪**

রাজস্ব আদায়ের খাতসমূহ	২০০৯-১০ (মার্চ ২০১০ পর্যন্ত)	২০১০-১১ (মার্চ ২০১১ পর্যন্ত)	২০১১-১২ (মার্চ ২০১১ পর্যন্ত)	২০১২-১৩ (মার্চ ২০১৩ পর্যন্ত)
আয়কর	৯,৮২৭.১৯	১৩,২২২.৫৮	১৬,৯৭৭.০৯	২২,৫২২.১০
অন্যান্য কর ও শুল্ক	২৮৫.৩৫	৩০৮.৩০	৩৩৯.২৯	৪৩৩.০৩
প্রত্যক্ষ করের মোট	**১০,১১২.৫৪**	**১৩,৫৩০.৮৮**	**১৭,৩১৬.৩৮**	২২,৯৫৫.১৫
সর্বমোট	**৪১,৬৭৩.৫৩**	**৫৩,০৪৩.৮৪**	**৬২,৮৫৭.৭৮**	৭৩,২১৭.৩৯

উৎসঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

নিম্নের লেখচিত্রে চলতি অর্থবছরের মার্চ পর্যন্ত খাতভিত্তিক রাজস্ব আদায়ের হার তুলে ধরা হলঃ

লেখ চিত্র ৪.১: রাজস্ব আদায়ে খাতভিত্তিক অবদান (জুলাই-এপ্রিল, ২০১৩ পর্যন্ত)

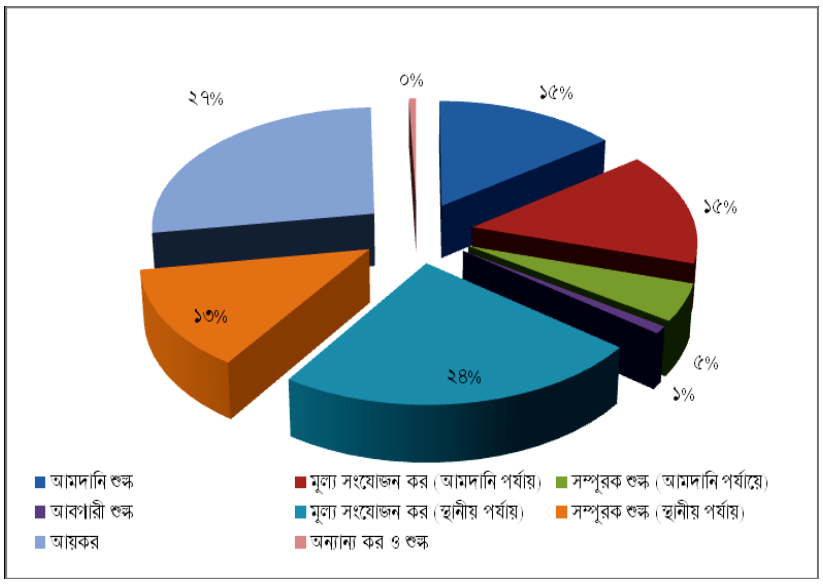

সরকারি ব্যয়

সরকারের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা এবং অন্যান্য জনগুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য সম্পদ ব্যবহার তথা অর্থ ব্যয় অপরিহার্য। সরকারি ব্যয় ব্যবস্থপনা সরকারের রাজস্ব ব্যবস্থপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সরকারি ব্যয়ের প্রাধিকার নির্ধারণকালে গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো খাতে বরাদ্দ ও ব্যয় উৎসাহিতকরণ, বেসরকারি খাত কর্তৃক উৎপাদনশীল খাতে অধিক বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ সৃজনের সহায়ক খাতে অধিক সম্পদ ব্যবহার, জনকল্যাণমুখী সামাজিক নিরাপত্তা খাতের ব্যয় অব্যাহত রাখা, সরকারি খাতের ব্যয়ে কৃচ্ছতা সাধন এবং অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়। দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড তথা উৎপাদনমুখী কার্যক্রমের সহায়ক পরিবেশ সৃজনের মাধ্যমে জনগণের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, অধিকতর কর্মসংস্থান , জীবন মানের উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন, ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ এবং মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার প্রতি বছরে বিপুল অর্থ ব্যয় করে। চলতি অর্থবছর ও বিগত অর্থবছরসমূহে সরকারের রাজস্ব ও উন্নয়ন ব্যয় এবং জিডিপি-র শতকরা হিসেবে তাদের অনুপাত নিম্নের সারণি ৪.৩-এ দেখানো হ'লঃ

সারণি ৪.৩: সরকারি ব্যয়

(কোটি টাকায়)

	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩*
সরকারি ব্যয় (ক+খ+গ)	৪৭,১৮৪	৫৩,৯০৩	৫৯,০৩০	৬৬,৮৩৬	৯৩,৬০৮	৯৪,১৪০	১১,০৫২৩	১,২৯,৮৭৬	১,৬১,২১৩	১,৮৯,৩২৬
(ক) রাজস্ব ব্যয়	২৮,৩৯০	৩৩,৩২৪	৩৬,৬১৮	৪৫,৪১২	৫৬,৯৮৯	৬৭,১২৫	৭৬,৯৩৮	৮৩,২৪৩	১,০১,১০৬	১,১০,৬৩০
(খ) উন্নয়ন ব্যয়	১৬,৮১৭	১৮,৭৭১	১৯,৪৭৩	১৭,৯১৬	২৪,৩৪৯	২৪,৭১২	৩০,৮২৭	৩৯,৪২১	৪৫,৫৭১	৫৭,৭৫০
(গ) অন্যান্য ব্যয়	১,৯৭৭	১,৮০৮	২,৯৪০	৩,৫০৮	১২,২৭০	২,৩০৩	২,৭৬৮	৭,২১৩	১৪,৫৩৬	২০,৯৪৬
জিডিপি-র শতকরা হিসেবে										
সরকারি ব্যয় (ক+খ+গ)	১৪.১৭	১৪.৫৪	১৪.২০	১৪.৩০	১৭.৪৮	১৫.৩১	১৬.০	১৬.৪৯	১৭.৬২	১৮.২৩
(ক)রাজস্ব ব্যয়	৮.৫৩	৮.৯৯	৮.৮১	৯.৭১	১০.৬৪	১০.৯১	১১.১	১০.৫৭	১১.০৫	১০.৬৫
(খ) উন্নয়ন ব্যয়	৫.০৫	৫.০৬	৪.৬৮	৩.৮৩	৪.৫৫	৪.১৭	৪.৫	৫.০১	৪.৯৮	৫.৫৬
(গ) অন্যান্য ব্যয়	০.৫৯	০.৪৯	০.৭১	০.৭৬	২.২৯	০.২৩	০.৪	০.৯২	১.৫৯	২.০১

উৎসঃ আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। *সংখ্যাসমূহ সংশোধিত বাজেট ভিত্তিক।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) বাস্তবায়ন

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন জাতীয় অর্থনীতির সার্বিক বিকাশের জন্য অপরিহার্য হলেও গত দশকে এডিপির প্রকৃত ব্যয়ের গড় হার নিম্নমুখী। সারণি ৪.৪ তে প্রদত্ত উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে যে, ২০০২-০৩ থেকে ২০০৮-০৯ পর্যন্ত সময়ে ব্যয়ের গড় হার সংশোধিত বরাদ্দের ৮৮ শতাংশ হয়েছে। ২০১০-১১ ও ২০১১-১২ এ দুই অর্থবছরে এডিপি ব্যয়ের জাতীয় গড় দাঁড়ায় সংশোধিত বরাদ্দের যথাক্রমে ৯২ ও ৯৩ শতাংশ। দেখা যাচ্ছে যে, বিগত দুই অর্থবছরে পূর্ববর্তী দশকে এডিপি ব্যয়ের জাতীয় গড়ের চেয়ে কিছুটা উচ্চতর হারে এডিপি বাস্তবায়ন হচ্ছে। এক্ষেত্রে একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো ২০১১-১২ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আকার পূর্বের বছরসমূহের তুলনায় উল্লেখযোগ্য আকারে বড় হওয়া সত্বেও এডিপি ব্যবহারের গড় হার ও মোট ব্যয়ের পরিমাণ পূর্বের বছরসমূহের তুলনায় বেশী হওয়ায় এটি সরকারি খাতে প্রকল্প বাস্তবায়ন ক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অগ্রগতির ইঙ্গিত দিচ্ছে। ২০১২-১৩ অর্থবছরের এপ্রিল, ২০১৩ পর্যন্ত এডিপি বরাদ্দ ব্যবহারের হার ৫৪ শতাংশ, পূর্বের বছরসমূহের একই সময়ে অর্থাৎ ২০১১-১২ অর্থবছরের মার্চ ২০১২ পর্যন্ত এ হার ছিল সংশোধিত বরাদ্দের ৪৫ শতাংশ এবং ২০১০-১১ অর্থবছরে ৪৫ শতাংশ । যদিও চলতি অর্থ বছরের এপ্রিল মাস পর্যন্ত সময়কে বিবেচনায় নেয়া হয়েছে তথাপি দেখা যাচ্ছে যে, চলতি অর্থবছরের এডিপি পূর্ববর্তী বছরসমূহের তুলনায় আকারে উল্লেখযোগ্য পরিসরে বড় হওয়া সত্ত্বেও এডিপি ব্যবহারের ক্ষেত্রে পূর্বের বছরসমূহের প্রায় একই সময়ের তুলনায় সামান্য উচ্চ হার পরিলক্ষিত হচ্ছে,যার ফলশ্রুতিতে বছর শেষে এডিপি ব্যবহারে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হতে পারে।

সারণি ৪.৪: বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন

(কোটি টাকায়)

বছর	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি			
	মূল বরাদ্দ	সংশোধিত বরাদ্দ	প্রকৃত ব্যয়	সংশোধিত বরাদ্দের বিপরীতে প্রকৃত ব্যয়ের শতকরা হার
২০০২-০৩	১৯,২০০	১৭,১০০	১৫,৪৩৪	৯০.০
২০০৩-০৪	২০,৩০০	১৯,০০০	১৬,৮১৭	৮৯.০
২০০৪-০৫	২২,০০০	২০,৫০০	১৮,৭৭১	৯১.৬
২০০৫-০৬	২৪,৫০০	২১,৫০০	১৯,৪৭৩	৯১.০
২০০৬-০৭	২৬,০০০	২১,৬০০	১৭,৯১৭	৮৩.০
২০০৭-০৮	২৬,৫০০	২২,৫০০	১৮,৪৫০	৮৩.৮
২০০৮-০৯	২৫,৬০০	২৩,০০০	১৯,৬৮৮	৮৫.৫
২০০৯-১০	৩০,৫০০	২৮,৫০০	২৫,৯১৭	৯১
২০১০-১১	৩৮,৫০০	৩৫,৮৮০	৩২,৮৫৪	৯২
২০১১-১২	৪৬,০০০	৪১,০৮০	৩৮,০২০	৯৩
২০১৩-১৩*	৫৫,০০০	৫২,৩৬৬	৩১,০৮৯	৫৪

উৎসঃ আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়। * এপ্রিল ২০১৩পর্যন্ত।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির খাতওয়ারি প্রকৃত ব্যয়ের গঠন বিন্যাস

আর্থসামাজিক ও ভৌত অবকাঠামো খাতে এডিপি বরাদ্দ ও ব্যয় ক্রমশঃ বৃদ্ধির প্রবণতা সরকার কর্তৃক অনুসৃত নীতি ও কৌশলের সাথে সংগতিপূর্ণ। নিচের সারণি ৪.৫-এ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির খাতওয়ারি প্রকৃত ব্যয়ের গঠন বিন্যাস দেখানো হ'লঃ

সারণি ৪.৫: বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ব্যয় (প্রকৃত)-এর খাতওয়ারি গঠন বিন্যাস, প্রধান খাতসমূহ (%)

খাতসমূহ	২০০২-০৩	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২
কৃষি	৩.৭৪	৪.০৪	৩.৬২	৫.২০	৫.৮৬	৬.৬৪	৬.২৭	৬.০	৬.৬	৬.৩৭
পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান	১০.০৯	১৩.৮৩	১৪.২৭	১৫.৮৩	১৭.১৪	১৫.০৬	১৬.৬৩	১৪.০	১২.৯৫	১২.৯০
পানি সম্পদ	৪.২৯	৪.০৪	২.৪৪	৩.২২	২.২৯	৩.৭৩	৪.০৯	৪.০	৩.৫১	৩.৩৪
শিল্প	১.১৪	২.৭৪	২.৪২	১.৬৪	১.২৪	১.৩৪	২.০৯	২.০	১.২৩	২.৪৫
বিদ্যুৎ	১৩.৭০	১৭.২৬	২০.৭৪	১.৬৪	১৩.৮৭	১৩.২৭	১১.৬৭	৮.০	১৪.২৮	১৮.৮৮
তেল, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ	৪.০০	৫.১৯	৬.০৪	১.৬২	০.৭৪	১.৪০	১.০৭	৫.০	৩.০৫	১.৯৬
পরিবহন	১৬.১৫	১৮.০৪	১২.২৭	১৪.৩০	১৪.৪০	১০.৮৯	১০.১৪	১২.০	১৪.৯২	১৪.১১
যোগাযোগ	৩.৬৩	২.২৩	২.৯৩	২.৮২	২.৭২	১.৫৮	০.৯৩	১.০	০.৮	২.২১
ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ	৫.৬১	৫.৯১	৬.০৩	৭.৫৬	৬.৮৬	৭.১১	১১.৪৯	১২.০	৯.৫৩	১০.৫২
শিক্ষা ও ধর্ম	১৩.৮৮	১২.২৮	১৩.৭০	১৩.৮৩	১৫.৪৮	১৫.৫৬	১৫.৯৯	১৭.০	১৪.৩৯	১২.২৬
স্বাসহ্য ও জনসংখ্যা	৬.৭২	৮.২৭	৮.১৭	৯.৫৯	৯.৯৭	১১.৩৪	১০.৭১	৮.০	৯.০১	৭.৮০
অন্যান্য	১৭.০০	৬.২৪	৭.৩৮	৮.১৯	৯.৪৩	১২.০২	৮.৯১	১১.০	৯.৭৪	৭.১৯
মোট এডিপি	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০	১০০	১০০	১০০

উৎসঃ আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।

বাজেট ভারসাম্য ও অর্থায়ন

বাজেট প্রণয়নের মূল লক্ষ্য হচ্ছে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, দারিদ্র্য হ্রাস এবং সামাজিক উন্নয়নের জন্য গৃহীত সুনির্দিষ্ট জাতীয় কৌশল বাস্তবায়ন। কিন্তু সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে বাজেটের আয় এবং ব্যয়ের মধ্যে ব্যবধান হলে বাজেটে ঘাটতি দেখা দেয়। বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় ৩১ শতাংশ যেখানে দারিদ্র্য সীমার নীচে অবস্থান করছে সেখানে সরকারকে বর্ধিত হারে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর নিকট সম্পদ ও আয় হস্তান্তরের অধিকতর ব্যবস্থা নিতে হচ্ছে। এতে করে সামগ্রিক বাজেট ঘাটতি কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও তা অর্থনীতিতে একদিকে একটি বিরাট জনগোষ্ঠীর ন্যূনতম ক্রয় ক্ষমতা তৈরীর মাধ্যমে সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধি করে প্রবৃদ্ধির ধারা সচল রাখতে সক্ষম হচ্ছে। অপরদিকে এটি সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর ন্যূনতম জীবন ধারণে সহায়তা করছে। তবে বাংলাদেশে বাজেট ঘাটতির ধারা থেকে এটা পরিষ্কারভাবে দেখা যাচ্ছে যে, প্রাকৃতিক দুর্যোগপূর্ণ কয়েকটি বছর ব্যতীত বাজেট ঘাটতি জিডিপি-এর ৫ শতাংশ বা তার নিচে রয়েছে। নিম্নের সারণি ৪.৬-এ গত দশকের বাজেট ভারসাম্য ও অর্থায়নের উপাত্ত উপস্থাপন করা হ'ল

সারণি ৪.৬: বাজেট ভারসাম্য (Budget Balance)

(জিডিপি-র শতকরা হার)

	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩
সার্বিক বাজেট ভারসাম্য বৈদেশিক অনুদান ব্যতীত)	-৪.২*	-৪.২*	-৩.৯*	-৩.৭	-৬.২**	-৪.০	-৩.৯৮	-৪.৫২	-৫.১	-৫.০
সার্বিক বাজেট ভারসাম্য (বৈদেশিক অনুদান সহ)	-৩.৪	-৩.৪	-৩.৩	-৩.৩	-৫.৪***	-৩.২	-৩.৫	-৩.৯৮	-৪.৫	-৪.৪
নীট বৈদেশিক অর্থায়ন[১]	২.৩	২.৪	১.৭	১.৮	২.৫	১.৮	২.০	১.২	১.৩	১.১৫
নীট অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন[২]	২.২	১.৮	২.২	১.৯	৩.৭	২.২	২.৫	৩.৩	৩.৮	৩.১২

* প্রকৃত সরকারি হিসাব অনুযায়ী ২০০২-০৩, ২০০৩-০৪, ২০০৪-০৫, ২০০৫-০৬, ২০০৬-০৭ ও ২০০৭-০৮ অর্থবছরে জিডিপি'র শতকরা হারে সার্বিক বাজেট ঘাটতি যথাক্রমে ৩.৫, ৩.৪, ৩.৫, ৩.৭, ২.৮ ও ৪.৯ শতাংশ।
** অনুদান বাদে ও বিপিসিসহ *** অনুদান ও বিপিসিসহ
উৎসঃ সিজিএ ও অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বিবিএস ও বাংলাদেশ ব্যাংক। সংখ্যাসমূহ সংশোধিত বাজেট ভিত্তিক।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য অভ্যন্তরীণ সম্পদ

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অভ্যন্তরীণ সম্পদের অবদানের ধারা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, গড়ে প্রায় ৫০ শতাংশের মত সম্পদ অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে এডিপিতে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এ ক্ষেত্রে ২০০৩-০৪ অর্থ বছর থেকে ২০০৯-১০ অর্থ বছরের উপাত্ত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় কেবল ২০০৭-০৮ অর্থ বছরের ৪০ শতাংশের চেয়েও কম সম্পদ অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, উপর্যুপরি বন্যা এবং ঘুর্ণিঝড় সিডর পরবর্তী বর্ধিত বৈদেশিক সাহায্য পাওয়ায় উক্ত বছরের এডিপিতে বৈদেশিক সাহায্যের অবদান বৃদ্ধি পাওয়ায় তুলনামূলকভাবে অভ্যন্তরীণ উৎসের অবদান হ্রাস পেয়েছে। ২০১০-১১ অর্থবছরে সংশোধিত এডিপি বরাদ্দের প্রায় ৫৭ শতাংশ সম্পদের যোগান এসেছে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে। ২০১১-১২ অর্থবছরের সংশোধিত বরাদ্দে অভ্যন্তরীণ সম্পদের যোগান আরো বৃদ্ধি পেয়ে ৬৬.৭ শতাংশ হয়েছে। একইভাবে চলতি ২০১২-১৩ অর্থবছরের সংশোধিত বরাদ্দে অভ্যন্তরীণ সম্পদের যোগান আরো বৃদ্ধি পেয়ে ৬৬.৭ শতাংশ হয়েছে উন্নীত হয়েছে । চলতি বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আকার পূর্বের বছরসমূহের তুলনায় উল্লেখযোগ্য আকারে বড় হওয়া সত্ত্বেও এডিপিতে অভ্যন্তরীণ সম্পদ যোগানের হার ও মোট বরাদ্দের পরিমাণ পূর্বের বছরসমূহের তুলনায় উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বেশী হওয়ায় এটিকে নিজস্ব উৎসের উপর অধিক নির্ভরতার ইতিবাচক অগ্রগতি হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। নিম্নের সারণি ৪.৭ এ এডিপি অর্থায়নে অভ্যন্তরীণ সম্পদের অবদানের একটি চিত্র তুলে ধরা হলঃ

[১] নীট বৈদেশিক অর্থায়ন = (বৈদেশিক ঋণ+অনুদান) - বৈদেশিক ঋণের আসল পরিশোধ।

২. নীট অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন = জনগণ হতে গৃহীত নীট ঋণ + ব্যাংকিং খাত হতে গৃহীত ঋণ। {যেখানে, জনগণ হতে গৃহীত নীট ঋণ = মোট সঞ্চয়পত্রের বিক্রয় - সঞ্চয়পত্র বাবদ আসল পরিশোধ।এক আর্থিক বছরের খরচ পরবর্তী বছরে পরিশোধ (চেক ফ্লোট (Check Float) ও অন্যান্য ভুল-ভ্রামিতজনিত (Errors & Omissions)) কারণে বাজেট ঘাটতি ও অর্থায়নের মধ্যে পার্থক্য থাকে।

সারণি ৪.৭: বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অর্থায়নে অভ্যন্তরীণ সম্পদের পরিমাণ (সংশোধিত বরাদ্দ অনুযায়ী)

(কোটি টাকায়)

	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩
এডিপি	১৯,০০০	২০,৫০০	২১,৫০০	২১,৬০০	২২,৫০০	২৩,০০০	২৮,৫০০	৩৫,৫৮৮	৪১,০০০	৫৭,১২০
মোট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	৯,৫৯০	১০,০৭০	১০,৮০০	১১,৪৮০	৭,৯৭৩	১০,০১০	১২,০০০	২০,৮৫০	২৪,৭৯৪	৩৮,৬২০
এডিপি-র শতকরা হিসেবে মোট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	৫০.৪৭	৪৯.১২	৫০.২৩	৫৩	৩৫	৪৪	৪২	৫৭	৬৬.৭	৬৭.৬১

উৎসঃ আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় । উপাত্তসমূহ সংশোধিত বরাদ্দভিত্তিক।

সরকারি ঋণ

সামাজিক কল্যাণে ব্যয় নির্বাহ, অপ্রত্যাশিত জরুরি ব্যয় মোকাবেলা, বিনিয়োগ বৃদ্ধি, উন্নয়ন পরিকল্পনা ব্যয় নির্বাহ ইত্যাদি কারণে সৃষ্ট বাজেট ঘাটতি পূরণকল্পে সরকার অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক এ উভয় উৎস থেকে ঋণ গ্রহণ করে থাকে। ২০১১-২০১২ অর্থবছরে জুন শেষে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে সরকারের গৃহীত ক্রমপুঞ্জিত ঋণের পরিমাণ পূর্ববর্তী অর্থবছরের জুন শেষের তুলনায় ২.০১ শতাংশ হ্রাস পায় এবং একই সময়ে সরকার কর্তৃক ব্যাংক বহির্ভূত উৎস থেকে গৃহীত ঋণ ৩.৪৩ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। ২০১১-২০১২ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ উৎস হতে সরকারের গৃহীত ঋণের (নীট) পরিমাণ দাঁড়ায় ২০,৮২২.১১ কোটি টাকা, যা জিডিপি'র ২.৩ শতাংশ। পূর্ববর্তী অর্থবছরে এ হার ছিল জিডিপি'র ২.৭ শতাংশ। ২০১২-১৩ অর্থবছরের জানুয়ারি, ২০১৩ শেষে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে সরকারের গৃহীত ক্রমপুঞ্জিত ঋণের পরিমাণ ৭,৫৬৩.৭৭ কোটি টাকা। জুন, ২০১২ শেষে এ ঋণের পরিমাণ ছিল ১৮,৬৬১.৭১ কোটি টাকা। একই সময়ে সরকার ব্যাংক বহির্ভূত উৎস থেকে সরকারের গৃহীত ক্রমপুঞ্জিত ঋণের পরিমাণ ১,৪২৯.৭০ কোটি টাকা। জুন, ২০১২ শেষে ব্যাংক বহির্ভূত উৎস থেকে সরকারের গৃহীত ঋণের পরিমাণ ছিল ২,১৬০.৪০ কোটি টাকা। বিগত এক দশকে অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন উৎস থেকে সরকারের গৃহীত ঋণের গতিধারা সারণি- ৪.৮ এবং ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে এবং ব্যাংক বহির্ভূত উৎস থেকে গৃহীত ঋণ পরিস্থিতি লেখচিত্র ৪.২-এ দেখানো হলো।

সারণি- ৪.৮: অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে গৃহীত সরকারি ঋণের (নীট) পরিসংখ্যান

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে গৃহীত সরকারের ঋণ (নীট)			ব্যাংক বহির্ভূত উৎস থেকে গৃহীত সরকারের ঋণ	সরকারের মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ	জিডিপি এর শতকরা অংশ
	বাংলাদেশ ব্যাংক	তফসিলি ব্যাংক	মোট ঋণ			
১	২	৩	৪(=২+৩)	৫	৬(=৪+৫)	৭
২০০১-২০০২	২,৬৭৭.০০	-১৪২.১০	২,৫৩৪.৯০	৪,৭১১.৪৭	৭,২৪৬.৩৭	২.৭
২০০২-২০০৩	-২,৫৮৯.৭০	১,৬০৭.২০	-৯৮২.৫০	৪,৭৯৫.২২	৩,৮১২.৭২	১.৩
২০০৩-২০০৪	১,৫৭৩.৬০	-৩৭৭.৫০	১,১৯৬.১০	৪,৬৫৮.৯০	৫,৮৫৫.০০	১.৮
২০০৪-২০০৫	৩,৮২৬.৭০	-১৪২.৮০	৩,৬৮৩.৯০	২,৯৭২.৫৭	৬,৬৫৬.৪৭	১.৮
২০০৫-২০০৬	৯,৩৫১.৮০	-২,৮৯৬.৫০	৬,৪৫৫.৩০	৩,০৬৭.৮৩	৯,৫২৩.১৩	২.৩
২০০৬-২০০৭	৯০৫.০০	৩,০৯৭.০০	৪,০০২.০০	৪,৬২৪.১৩	৮,৬২৬.১৩	১.৮
২০০৭-২০০৮	৬৬.২০	১০,৮০২.৯	১০,৮৬৯.১০	৩,২৪৩.৬৭	১৪,১১২.৭৭	২.৬

অর্থবছর	ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে গৃহীত সরকারের ঋণ (নীট)			ব্যাংক বহির্ভূত উৎস থেকে গৃহীত সরকারের ঋণ	সরকারের মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ	জিডিপি এর শতকরা অংশ
	বাংলাদেশ ব্যাংক	তফসিলি ব্যাংক	মোট ঋণ			
২০০৮-২০০৯	২,৯৫৮.২০	৮,৩১৭.৯০	১১,২৭৬.১০	৫,৮৭৭.৪২	১৭,১৫৩.৫২	২.৮
২০০৯-২০১০	-৬,৬৩৪.৯০	২,৮৪২.০০	-৩,৭৯২.৯০	১২,৪১৯.৫৭	৮,৬২৬.৬৭	১.২
২০১০-২০১১	৯,৭২৯.১০	৯,৩১৪.৭০	১৯,০৪৩.৮০	২,০৮৮.৭৫	২১,১৩২.৫৫	২.৭
২০১১-২০১২	৬,০৩৩.১৫	১২,৬২৮.৫৬	১৮,৬৬১.৭১	২,১৬০.৪০	২০,৮২২.১১	২.৩
২০১২-২০১৩*	-৪,৬৬২.২১	১২,২২৫.৯৮	৭,৫৬৩.৭৭	১,৪২৯.৭০	৮,৯৯৩.৪৭	০.৯

*জুলাই-জানুয়ারি,২০১৩ পর্যন্ত

লেখ চিত্র ৪.২: অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে গৃহীত ঋণ

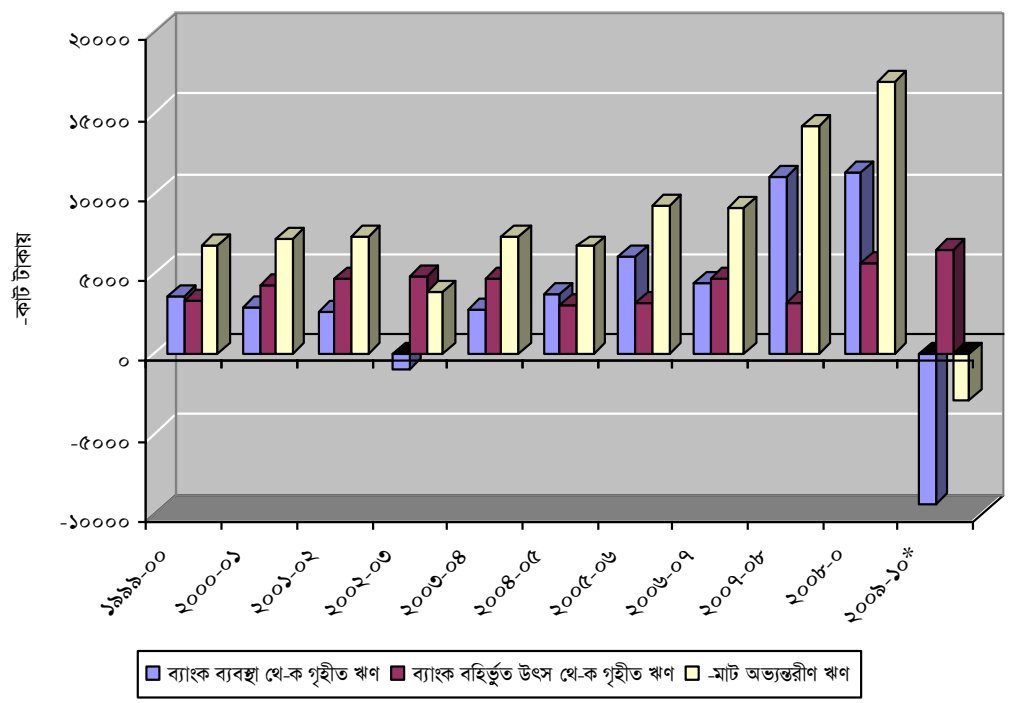

বৈদেশিক উৎস থেকে ঋণ

বৈ-দশিক উৎস থে-ক প্রাপ্ত সম্প-দর ধারা পর্য-বক্ষণ কর-ল -দখা যায় যে. অনুদানের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। অপরদিকে বৈদেশিক সূত্র থেকে ঋণ গ্রহণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে সার্বিকভাবে বৈদেশিক উৎসের তুলনায় অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে সরকারের ঋণ গ্রহণের প্রবণতা উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে। ঋণ গ্রহণের পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে প্রতি বছর বাংলাদেশ কর্তৃক গৃহীত ঋ-ণর আসল ও সুদ পরিশোধ ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। এতে করে বৈদেশিক উৎস থেকে প্রাপ্ত নীট সম্পদের প্রবাহ হ্রাস পেয়েছে। বৈদেশিক উৎস

থেকে বাড়তি সাহায্য পাওয়ায় নীট প্রবাহের ধারায় পর্যবেক্ষণে প্রতীয়মান হয় যে, চলতি অর্থ বছর শেষে বৈদেশিক ঋণের প্রবাহ বেড়ে যেতে পারে।। বাংলাদেশ কর্তৃক বৈদেশিক ঋণের সুদ ও আসল পরিশোধের বিবরণ নিম্নের সারণি ৪.৯ এ সন্নিবেশ করা হলো

সারণি ৪.৯: বৈদেশিক উৎস থেকে গৃহীত সরকারের ঋণ ও অনুদান গ্রহণ এবং আসল ও সুদ পরিশোধ পরিস্থিতি

(মিলিয়ন ইউএস ডলার)

অর্থবছর	ঋণ ও অনুদান গ্রহণ			আসল ও সুদ পরিশোধ			নীট বৈদেশিক প্রবাহ	
	অনুদান	ঋণ	মোট	সুদ	আসল	মোট	আসল পরিশোধ পরবর্তী	আসল ও সুদ পরিশোধ পরবর্তী
১	২	৩	৪=২+৩	৫	৬	৭=৫+৬	৮=৪-৬	৯=৪-৭
২০০২-০৩	৫১০	১,০৭৫	১,৫৮৫	১৫৬	৪৫২	৬০৮	১,১৩৩	৯৭৭
২০০৩-০৪	৩৩৮	৬৯৫	১,০৩৩	১৬৫	৪২৩	৫৮৮	৬১০	৪৪৫
২০০৪-০৫	২৩৪	১,২৫৭	১,৪৯১	১৮৫	৪৩৪	৬১৯	১,০৫৭	৮৭২
২০০৫-০৬	৫০১	১,০৬৭	১,৫৬৮	১৭৬	৫০২	৬৭৮	১,০৬৬	৮৯০
২০০৬-০৭	৫৯০	১,০৪০	১,৬৩০	১৮২	৫৪০	৭২২	১,০৯০	৯০৮
২০০৭-০৮	৬৫৮	১,৪০৩	২,০৬১	১৮৪	৫৮৬	৭৭০	১,৪৭৫	১,২৯১
২০০৮-০৯	৬৫৮	১,১৮৯	১,৮৪৭	২০০	৬৫৫	৮৫৫	১,১৯২	৯৯২
২০০৯-১০	৬৩৪	১,৫৮৮	২,২২২	১৯০	৬৮৫	৮৭৫	১,৫৩৭	১,৩৪৭
২০১০-১১	৭৪৫	১,০৩২	১,৭৭৭	২০০	৭২৯	৯২৯	১,০৪৮	৮৪৮
২০১১-১২	৫৮৮	১,৫৩৮	২,১২৬	১৯৭	৭৭০	৯৫৭	১,৩৫৭	১,১৬০
২০১২-১৩*	৪৬৪	১,৩৯৯	১,৮৬৩	১৫০	৭২০	৮৭০	১,১৪৩	৯৯৩

উৎসঃ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। * মার্চ ২০১৩পর্যন্ত।

লেখ চিত্র ৪.৩: বৈদেশিক উৎস থেকে সংগৃহীত ঋণ ও অনুদান

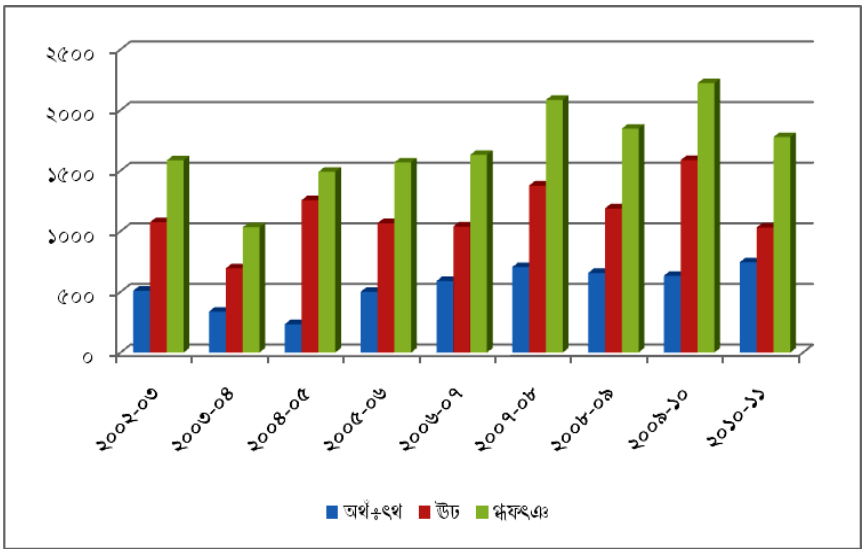

সারাণ ৪.১০: এক নজরে বাজেট

(অংকসমূহ কোটি টাকায়)

বিবরণ	সংশোধিত ২০১২-১৩	বাজেট ২০১২-১৩	হিসাব ২০১১-১২
রাজস্ব প্রাপ্তি ও বৈদেশিক অনুদান			
রাজস্ব	১,৩৯,৬৭০	১,৩৯,৬৭০	১,১৪,৬৯৩
করসমূহ	১,১৬,৮২৪	১,১৬,৮২৪	৯৫,২২৮
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিয়ন্ত্রিত করসমূহ	১,১২,২৫৯	১,১২,২৫৯	৯১,৫৯৫
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বহির্ভূত করসমূহ	৪,৫৬৫	৪,৫৬৫	৩,৬৩৩
কর ব্যতীত প্রাপ্তি	২২,৮৪৬	২২,৮৪৬	১৯,৪৬৫
বৈদেশিক অনুদান	৫,২৮০	৬,০৪৪	৩,৫৬৬
মোট ঃ	১,৪৪,৯৫০	১,৪৫,৭১৪	১,১৮,২৫৯
ব্যয়			
অনুন্নয়নমূলক ব্যয়	১,১০,৬৩০	১,১১,৬৭৫	৯৬,৪৬৩
অনুন্নয়ন রাজস্ব ব্যয়	১,০২,৯৬৮	৯৯,৪৯৬	৮৯,২৯৯
এর মধ্যে			
অভ্যন্তরীণ ঋণের সুদ	২১,৬০৪	২১,৬০৪	১৮,৮০৩
বৈদেশিক ঋণের সুদ	১,৭৪৩	১,৬৯৮	১,৫৪৮
অনুন্নয়ন মূলধন ব্যয়	৭,৬৬২	১২,১৭৯	৭,১৬৪
খাদ্য হিসাব	১৮৩	৩৫৮	১,২৩৩
ঋণ ও অগ্রিম (নীট)	২০,৭৬৩	১৯,৫৬৮	১৪,০৬০
কাঠামোগত সমন্বয় ব্যয়	০	০	০
উন্নয়নমূলক ব্যয়	৫৭,৭৫০	৬০,১৩৭	৪০,৬৭২
অনুন্নয়ন বাজেট থেকে অর্থায়নকৃত কর্মসংস্থান সৃজন এবং উন্নয়নমূলক কর্মসূচি	৮০০	১,২২৫	৫৫৫
এডিপি বহির্ভূত প্রকল্প	৩,০৯১	২,৪৭৩	১,৪৬৫
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	৫২,৩৬৬	৫৫,০০০	৩৭,৫০৮
এডিপি বহির্ভূত কাজের বিনিময়ে খাদ্য ও স্থানান্তর কর্মসূচি	১,৪৯৩	১,৪৩৯	১,১৪৪
মোট ব্যয় :	১,৮৯,৩২৬	১,৯১,৭৩৮	১,৫২,৪২৮
সামগ্রিক ঘাটতি (অনুদানসহ)ঃ	-৪৪,৩৭৬	-৪৬,০২৪	-৩৪,১৬৯
(জিডিপি'র শতকরা হার)ঃ	৪.২৭	-৪.৪	-৩.৭
সামগ্রিক ঘাটতি (অনুদান ব্যতীত)ঃ	-৪৯,৬৫৬	৫২,০৬৮	-৩৭,৭৩৫
(জিডিপি'র শতকরা হার)ঃ	৪.৭৮	-৫.০	-৪.১
অর্থ সংস্থান			
বৈদেশিক ঋণ-নীট	**১১,৯০৩**	**১২,৫৪০**	**৩,৬২৫**
বৈদেশিক ঋণ	১৯,৯৫১	২০,৩৯৮	৯,৫১৩
বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ	-৮,০৪৮	-৭,৮৫৮	-৫,৮৮৮
অভ্যন্তরীণ ঋণ	**৩২,৪৭৩**	**৩৩,৪৮৪**	**৩০,৬৪৩**
ব্যাংকিং ব্যবস্থা হতে অর্থায়ন (নীট)	**২৮,৫০০**	**২৩,০০০**	**২৭,১৯১**
দীর্ঘমেয়াদী ঋণ (নীট)	২০,৭২৫	১৮,৪০০	২১,৩২১
স্বল্পমেয়াদী ঋণ (নীট)	৭,৭৭৫	৪,৬০০	৫,৮৭০
ব্যাংক বহির্ভূত ঋণ (নীট)	৩,৯৭৩	১০,৪৮৪	৩,৩৫২
জাতীয় সঞ্চয় প্রকল্পসমূহ (নীট)	১,৯৭৩	৭,৪০০	২৭১
অন্যান্য	২,০০০	৩,০৮৪	৩,০৮১
মোট -অর্থ সংস্থান ঃ	৪৪,৩৭৬	৪৬,০২৪	৩৪,১৬৮
মেমোরেন্ডাম আইটেম ঃ **জিডিপি**	১০,৩৭,৯৮৭	১০,৪১,৩৬০	৯,১৪,৭৮৪

উৎসঃ অর্থ বিভাগ।